



## 267380 - শিশু ক্যান্সার হাসপাতালে যাকাতের অর্থ প্রদান করার বধিান

প্রশ্ন

শিশু ক্যান্সার হাসপাতালে যাকাতের অর্থ প্রদান করা কি জায়যে আছে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

যাকাতের খাতসমূহ: যাকাত প্রদানরে খাতগুলো সুনরিদ্ষিট। আল্লাহ্ নজিহে কুরআনে কারীমে সে খাতগুলো উল্লেখ করছেন।  
যে ব্যক্তি উক্ত খাতগুলো ব্যতীত অন্য কোন খাতে যাকাত প্রদান করবে তার যাকাত আদায় হবে না।

তার উচিত হবে এ যাকাত পুনরায় আদায় করা এবং শরিয়ত অনুমোদিত কোন খাতে প্রদান করা।

যাকাতের খাতগুলো জানতে [46209](#) নং প্রশ্নোত্তরটি দেখুন।

হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা, হাসপাতালরে ডেকোরেশন করা, যন্ত্রপাতি ক্রয় করা- যাকাতের খাতের মধ্যে পড়ে না। দেখুন:  
[212183](#) নং ও [224651](#) নং প্রশ্নোত্তর।

যে ব্যক্তি কোন হাসপাতালরে ফান্ডে যাকাত প্রদান করছে সেটা শরিয়ত অনুমোদিত খাতে ব্যয় করা হয়েছে কিনা- তা  
নিশ্চিত হওয়া খুবই দুষ্কর। হতে পারে সেটা হাসপাতালরে ডেকোরেশনরে খাতে, হাসপাতাল সম্প্রসারণে, যন্ত্রপাতি ক্রয়  
করা, কর্মচারীদের বতেন-বোনাস দয়াে কথিবা ধনী-গরীব, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল রোগীর মাঝে বলিক্ত ঔষধ  
ক্রয়রে পছিনে ব্যয় করা হয়েছে।

রোগে হলহে মানুষ যাকাত গ্রহণ করার হকদার হয় না; বরং যাকাত নতিে হল সে মানুষকে ফকরি কথিবা মসিকীন (যার  
প্রয়োজন পূরণরে মত সম্পদ নহে) হতে হবে কথিবা তাকে হাসপাতালরে কাছে ঋণী হতে হবে; তখন তাকে যাকাত থেকে এ  
ঋণ পরিশোধ করার মত অর্থ দয়াে যাবে। অবশ্যই সে রোগীকে মুসলিম হতে হবে।

তাই...



হাসপাতালে যাকাত দলি সটো আপত্তি মুক্ত নয়। এভাবে যাকাত পরশিোধকারী শরয়িত অনুমোদতি খাতে যাকাত পরশিোধ করতে পারল কনি সটো স নশ্চিতি হতে পারে না?

ফতোয়া বযিয়ক স্থায়ী কমটিরি আলমেগণকে প্রশ্ন করা হয়:

“কং ফয়সাল বশিযোয়তি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষরে সংযুক্ত পত্রটি সদয় দ্রষ্টব্য। উক্ত পত্রে তারা হাসপাতালরে ‘চারটি ফান্ড’ এর জন্য সাহায্য চাচ্ছেন। যে ফান্ডটি অভাবী ও দরদির রোগীদরে জন্য খাস; যে সকল রোগী চিকিৎসা খরচ এবং রোগী ও রোগীর সহযাত্রীররয়িদে অবস্থানকালীন খরচ মটোতে অক্ষম; যারা সটোদি আরবরে নানা অঞ্চল থেকে এসে থাকে। আপনারা কি এই ফান্ডে যাকাতরে অর্থ প্রদান করা জায়যে মনে করেন? এ বযিয়ে আমাদেরকে অবহতি করবনে। আল্লাহ আপনারদেরকে উত্তম প্রতদিন দনি এবং আমাদের ও আপনারদের আমলগুলকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য খালসে করে ননি।

জবাবে তাঁরা বলনে:

এ ধরণরে ফান্ডে যাকাতরে অর্থ প্রদান করাটা আমরা জায়যে মনে করি না। এ ফান্ডরে সুবধিভোগীরা শরয়িত নরিধারতি যাকাতরে খাতগুলরে অন্তর্ভুক্ত হবে সে নশ্চিতি ও আস্থা না থাকার কারণে।

আল্লাহই উত্তম তাওফকিদাতা, আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সাথীবর্গরে প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক।

গবষণা ও ফতোয়া বযিয়ক স্থায়ী কমটিরি

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায, শাইখ আব্দুল্লাহ বনি কুয়ুদ, শাইখ আব্দুল্লাহ বনি গাদইয়ান”[সমাপ্ত]

[ফাতাওয়াল লাজনাহ আদ-দায়মি (৯/৪৩৭, ৪৩৮)]

এ প্রশ্নটি এমন একটি ফান্ড সম্পর্কে করা হয়েছিল যে ফান্ড গরীব ও অভাবীদরে জন্য খাস। কিন্তু, সুবধিভোগীদরে দরদির হওয়ার বযিটি বশেরিভাগ ক্ষেত্রে নশ্চিতি হতে না পারার প্রক্ষেপতি এ ফতোয়া এসছে। কেননা যাকাত প্রদানকারীর কাছে এবং উক্ত ফান্ডরে দায়িত্বশীলদরে কাছে সুবধিপ্রার্থীরা অচনো মানুষ। তাই যাকাত তার নরিধারতি খাতে প্রদান করা হল কনি সটো নশ্চিতি হওয়া সম্ভব নয়।

দুই:

যদি এ খাতে যাকাতরে কিছু অর্থ প্রদান করা ব্যতীত যাকাত প্রদানকারীর অন্তর প্রশান্ত না হয় তাহলে তিনি নজি হাসপাতালে গিয়ে রোগীর খোঁজ-খবর নিয়ে তাদের মধ্যে যে রোগী অভাবী, যাচাই-বাছাই করে নজি হাতে তাকে কিংবা তার



অভিভাবককে যাকাতের অর্থ দিতে পারেন, যদি অভিভাবকরো রোগীর পছন্দে খরচ করে থাকে।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।